সংলাপ ব্যর্থ হলে কি করণীয়, তা নিয়েই ব্যস্ত সরকারী মহল!

বড় দলগুলোর জোটের সম্ভাবনা প্রবল, সরকারের চিন্তাও এখানেই

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ প্রতীক্ষিত সংলাপের সফলতা-ব্যর্থতার ওপরই নির্ভর করছে ভবিষ্যত রাজনীতির গতিপথ। আর সংলাপের ভাগ্য বা ফলকে ঘিরেই ঘটবে মূল মেরুকরণ। কোন কারণে সংলাপ ব্যর্থ হলে পরবর্তী করণীয় কী হবে, তা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত সরকারী মহল। সংলাপ ভেস্তে গেলে আগামী নির্বাচনেও তার প্রভাব পড়বে- এটি জেনেই বিকল্প পথও হাতে রেখে এগোচ্ছে তারা। অন্যদিকে এক ও অভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে সরকারের সংলাপের টেবিলে যেতে দীর্ঘদিন পর রাজনীতির মাঠে শুরু হয়েছে জোটের রাজনীতি।

সংলাপের মাধ্যমে সবার অংশগ্রহণে সমঝোতার নির্বাচন, নাকি দুই নেত্রী অর্থাৎ প্রধান দুই দলকে বাইরে রেখেই আস্থাশীল অন্য দলগুলোকে নিয়ে নির্বাচন? কিংবা আওয়ামী লীগ বা বিএনপির যে কোন একটি দলের সঙ্গে সমঝোতা ভিত্তিতে নির্বাচনী রোডম্যাপ বাস্তবায়ন? 'এক্সিট প্লান' বাস্তবায়নে কোন পথটি আসলে সুগম, আর কোন পথটি কন্টকাকীর্ণ হবে-সেটি নির্ধারণেই ব্যস্ত ওই মহলটি। ফলে আসন্ন সংলাপের সফলতা বা ব্যর্থতার ওপরই আগামী নির্বাচনে ওই তিন বা ততোধিক বিকল্পপন্থার বাস্তবায়ন ঘটতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো আভাস দিয়েছে।

আনুষ্ঠানিক সংলাপ শুরু হতে হাতে বাকি আর মাত্র তিন দিন। আগামী ২২ মে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে শুরু হবে কাঙ্ক্ষিত ওই সংলাপ। কিন্তু সংলাপের দিনক্ষণ যতই ঘনিয়ে আসছে-এর সফলতা নিয়ে সংশয়, অনিশ্চয়তা ও নানা গুঞ্জন ক্রমশ বাড়ছে। সরকার থেকে চার দিন আগে সংলাপের আমন্ত্রণ জানিয়ে দলগুলোকে আনুষ্ঠানিক চিঠি প্রেরণের কথা বললেও এখন পর্যন্ত বড় দুটি দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির হাতে তা পৌঁছায়নি। আর চিঠি না পাওয়ায় বড় দল দুটি জোটবদ্ধ শরিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে অভিন্ন প্রস্তাব তৈরি করা তো দূরে থাক, সংলাপে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তই এখনও চূড়ান্ত করতে পারেনি। ফলে দিন যত এগোচ্ছে, সংলাপকে ঘিরে মানুষের শঙ্কা, অনিশ্চয়তা ততই বাড়ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, সংলাপকে ঘিরে বড় দলগুলোর জোটের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠায় সরকারী মহলগুলোর চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আসন্ন সংলাপ ও আগামী নির্বাচনকে ঘিরে নানা বিকল্পপন্থা নিয়ে কাজ করছে তারা। সূত্রটির ধারণা, সরকার এখনও হার্ডলাইনেই হাঁটছে। সে ক্ষেত্রে সংলাপের আগে দুই নেত্রীর মুক্তির সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। এছাড়া সবকিছু যেভাবে এগোচ্ছে তাতে আগামী নির্বাচনেও দুই নেত্রীর অংশগ্রহণ অনিশ্চিত। আর দুই নেত্রীকে ছাড়া সংলাপ বা নির্বাচন কতটুকু সফল হবে বা গ্রহণযোগ্যতা পাবে এটিও চিন্তাভাবনায় রয়েছে সরকারের নীতিনির্ধারক মহলে।

অসমর্থিত সূত্রগুলোর মতে, কারান্তরীণ দুই নেত্রী ছাড়াই আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে সংলাপ-নির্বাচনে দুটোতে আনার ব্যাপারে একটি প্রক্রিয়া চলছে। নির্বাচনে দলের নেতৃত্ব দিতে পারলেও প্রার্থী হতে পারবেন না-এমন সমঝোতায় দুই নেত্রীর নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার তৎপরতা চলছে। এ নিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারক মহল থেকে দুই নেত্রীর সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগও চলছে বলে ওই সূত্রটির দাবি। তাঁদের মতে, ওই বিকল্প পথে সাফল্য না আসলে দুই নেত্রীসহ বড় দলগুলোকে বাদ রেখেই আস্থাশীল অন্য ছোট দলগুলোকে দিয়ে নির্বাচন এবং সরকার গঠনের মাধ্যমে সরকারের সকল কাজের বৈধ্যতা দেয়া। কারণ সরকারী মহলটি নিশ্চিত, জরুরী অবস্থা বহাল রেখে ও দুই নেত্রী ছাড়া বড় দলগুলোর নির্বাচনে আসার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

ওই দুই বিকল্প পথ ছাড়াও গোপন সমঝোতার মাধ্যমে কোন একটি বড় দলকে নির্বাচনে আনা যায় কী-না, এ নিয়েও ভাবছে সরকার। সূত্রটির ধারণা, নির্বাচনের মাঠে আওয়ামী লীগ বা বিএনপির কোন একটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে ওই নির্বাচনের বৈধতা বা গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তেমন কোন প্রশ্ন উঠবে না। আর বড় ওই দুই দলের যে অংশের সঙ্গে সমঝোতা হবে তারাই গঠন করবে আগামী সরকার। অন্য সমমনাদের নিয়ে ঐকমত্যের সরকার গঠনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সকল কাজের বৈধতা আদায় করা যাবে। কিন্তু সরকারের নীতিনির্ধারক মহলের কোন সূত্র থেকেই এসব বিকল্প পথের সত্যতা পাওয়া না গেলেও সংলাপ ব্যর্থ হলে ওইসব বিকল্প পথের যে কোন একটি আগামী নির্বাচনে বাস্তবায়ন হওয়ার সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দিচ্ছেন কেউ-ই।

ইতোমধ্যে সংলাপকে ঘিরে নানা সংশয়, অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। শর্তহীন সংলাপ বলা হলেও সরকার ও দলগুলোর শর্তের পাহাড় জমতে শুরু করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণই সংলাপের মূল বিষয়বস্তু হবে বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে বেশ কিছু এজেন্ডার প্রাক-উল্লেখও রয়েছে। নির্বাচনী ফল মেনে নেয়া, সংসদ বর্জন না করা, হরতাল-অবরোধ-ঘেরাও রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিহার, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনা, সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের বৈধতা প্রদানের ইঙ্গিত রয়েছে প্রধান উপদেষ্টার। সংলাপের টেবিলে গেলে সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে এসব বিষয়ে অঙ্গীকার আদায়ের চেষ্টা করবে।

অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর শর্তের পরিধিও কম নয়। তবে প্রায় সব বড় দলই প্রধান তিনটি দাবিতে অনড়। তা হচ্ছে- দুই নেত্রীর মুক্তি, যত দ্রুত সম্ভব জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার এবং জ্যেষ্ঠ নেতাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার। এ নিয়ে জোটের রাজনীতিও শুরু হয়েছে জোরেশোরেই। আওয়ামী লীগ সম্ভবত সোমবার থেকেই চৌদ্দ দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে সংলাপের এক ও অভিন্ন রূপরেখা তৈরি করবে। অন্যদিকে বসে নেই বিএনপিও। বিভক্ত হলেও মূলধারার অংশটি শরিক চারদলীয় জোটের নেতাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করে এক ও অভিন্ন প্রস্তাব তৈরির চেষ্টা করছেন। জামায়াত নেতারা ইতোমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে, বিএনপিসহ জোটের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেই তারা সংলাপের ব্যাপারে দলীয় সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবে।